‘আলমডাঙ্গায় চেয়ার আছে, পদ আছে রাজনীতি নাই’

‘আলমডাঙ্গাতে কোন রাজনীতি নাই’ দীর্ঘদিন ধরে সচেতন মহলের মাথায় এই দূর্বোধ্য ভাবনাটি ঘুরছে। চেয়ার আছে, পদ আছে অথচ রাজনীতি নাই। কিন্ত যেখানে মানুষ আছে সেখানে রাজনীতি কেন থাকবে না? রাজনীতি তো মানুষের কল্যাণের জন্য।

রাজনীতি না থাকলে মানুষের কল্যাণ কিভাবে হবে? এরকম বড় বড় প্রশ্নও মানুষের মাথায় ঘুরছে। ঘুরছে অনেকদিন। কিন্ত কোন উত্তর নাই। রাজনীতির মানব কল্যাণের এসব প্রশ্ন নিয়ে কথাগুলো বলছিলেন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি ও হারদী ইউপির চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম।

তিনি বলেন, মাথা ঘামিয়ে যারা এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা মনে করেন, ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব আসছে না। যারা নেতৃত্বে থাকছেন তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেকে নিয়ে ভাবছেন। মানুষের কল্যাণের কথা ভাবছেন না। ঠিক নেতৃত্বের অভাবেই মানুষের জন্য যে রাজনীতি তা কোথাও যেন আজ হাওয়ায় মিশে গেছে। মানুষের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতিটা তাই এখন আর সাধারণ মানুষের নজরে আসছে না।

তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলাইমান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন করেন, আমাদের এমপি মহোদয় জীবনভর জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করে যাচ্ছেন। কিন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কেন তাঁর ঠিক অনুসারি হতে পারছেন না?

নুরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা পৌর শহরের অপূর্নাঙ্গ ড্রেনেজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, অনেক টাকা নেতাদের পকেটে উঠেছে কিন্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা জনগণের কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। এটাকে রাজনীতি বলে না। বলে শোষণনীতি।

তিনি আলমডাঙ্গার শহীদ মিনার নিয়েও কথা বলেন, তিনি বলেন, ২১ ফেব্রুয়ারী সব দলের সব নেতা রাতে শহীদ মিনারে ফুল দিতে যান।

কিন্ত শহীদ মিনারের মাঠ থাকে কর্দমাক্ত। বড় বড় চেয়ারের মালিকরা মাঠটিকে মাটি দিয়ে ভরাট করতে পারেন না। এটা দায়িত্বহীনতা।

তিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিয়েও কথা বলেন। সভাপতি পৌরসভার মেয়রের চেয়ারে বসে তার দায়িত্ব পালন করছেন।

কিন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘবছর ধরে কিভাবে আর কি কি উপায়ে তার দায়িত্ব পালন করেন জানতে চেয়ে নুরুল ইসলাম বলেন, এভাবে একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। একটা মানুষের কখনও কল্যাণে আসবে না। তাকে দিয়ে রাজনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণমুখী কাজ করা অবাস্তব।

তিনি দলের ঠিক জায়গায় ঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতাকর্মীদের কাছে জোর আহবান জানান।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় শোক দিবসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে সাফদারপুর বাজার চত্ত্বরে সাফদারপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি নওশের আলী নাসিরের সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ রেলপথ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্নকে বাঁধা

গ্রস্থ করতে ১৫ আগস্ট স্ব-পরিবারে তাকে হত্যা করা হয়। জাতির জনকের হত্যাকারীদের ইনডেমনেটি দিয়ে জিয়া খুনিদের পুরস্কৃত ও পুনঃবাসন করে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার জন্য জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নীরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। আজ আমরা গর্ভ করে বলতে পারি আমরা নিজেদের অর্থে পদ্মা সেতু করেছি। বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাকী খুনিদের এই বাংলার মাটিতে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি কার্যকর করা হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, দোড়া ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন, উপজেলা আ.লীগের যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক সামাউল হক লাড্ডু, উপজেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি কায়দার রহমান, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শেখ শাহীন।

সাফদারপুর ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ খালিদ হোসেন টুটু’র পরিচালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আ.লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম খাঁন বাবলু, কুশনা ইউপি চেয়ারম্যান আঃ হান্নান, এলাঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খাঁন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম,

দোড়া ইউনিয়ন আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আজগর আলী, কুশনা ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি মোঃ আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, আ.লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য আয়ুব হোসেন, মহিলা নেত্রী রুবিনা খাতুন প্রমূখ। পরে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবার সহ দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের

কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের প্রস্তুত্তি সভা

আগামী ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেত্রীবৃন্দদের চুয়াডাঙ্গা সফর উপলক্ষে প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভা করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগ। সফরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কর্মসূচি রেখেছে কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা। কর্মসূচির মধ্যে এতিমদের মাঝে মৌসুমী ফল বিতরণ, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা সভা।

কর্মসূচিকে সুন্দর করার লক্ষে উপজেলা কৃষকলীগ একটি প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় জেলা কৃষকলীগে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের মহিলা সম্পাদিকা কাউন্সিলর সামসাদ রান (রাঙ্গাভাবী)।

উপজেলা কৃষকলীগের দপÍর সম্পাদক সাহাবুল হকের পরিচালনায় আরো বক্তব্য দেন, উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা সৌমিন্দ্রনাথ সাহা, ফজলুর রহমান, মঞ্জিল হোসেন, রানা মাস্টার, বদর উদ্দিন, ছারোয়ার হোসেন, শাকের আলী, আমিরুল ইসলাম, অভিমান্য কুন্ডু,আব্দুল সালাম, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

খালেদা জিয়ার আরও চার মামলার স্থগিতাদেশ বহাল

রাজধানীর বিভিন্ন থানায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা নাশকতার আরও চার মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।

একই সঙ্গে, ওই চার মামলার অভিযোগ আমলে নেওয়ার আদেশ বাতিল প্রশ্নে হাইকোর্টের জারি করা রুল নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে। আদেশের বিষয়টি সাংবাদিকদের জানান বিভিন্ন মামলায় খালেদার জিয়ার অন্যতম আইনজীবী এহসানুর রহমান।

রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন শুনানি নিয়ে রবিবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বিশ্বজিৎ দেবনাথ। খালেদা জিয়ার পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা পেতে চায়-সোনাহার

রাজনীতিতে অনেক মতভেদ থাকে, অনেক গ্রুপ থাকে, অনেক সন্ত্রাস থাকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে অনেক হানহানিও থাকে, আবার স্বার্থের জালে পড়ে অনেক খুনোখুনিও থাকে। কিন্ত এসব কোন কিছুই জনগণের কল্যাণের জন্য না। রাজনৈতিক চরম নেতিবাচক এসব দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করতে চায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ।

জেলা যুবলীগ থেকে সদ্য অনুমোদন পাওয়া সংগঠনটি এরই মধ্যে আলমডাঙ্গার রাজনৈতিক সচেতন মানুষের মাঝে সেই পরিচ্ছন্ন ছাপ ফেলতে সক্ষমও হয়েছে। উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক হয়ে এই সংগঠনের পিঠে সওয়ার হয়েছেন আলমডাঙ্গার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার। যুগ্ম-আহবায়ক হয়েছেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ লাল ও একে এম পারভেজ রাজু।

এছাড়া ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলার আহবায়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে পোড় খাওয়া সব আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে উঠে আসা একেকটি উদীয়মান যুবককে। এরা সবাই জোটবদ্ধ সন্ত্রাসকে ‘না’ বলে- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছেন।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটি গঠনের পর থেকেই অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের সোনাহার মন্ডল তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে জাতীয় সব দিবসসহ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও অনেক মানব কল্যাণমুখী কর্মসূচি পালন করছেন।

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রারম্ভ থেকে তাদের কর্মকাণ্ড। করোনার প্রথম দিকে চাষীরা যখন কামলার অভাবে মাঠের ধান কাটতে পারছিলেন না ঠিক তখনই আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের কর্মীরা কৃষকের মাঠের ধান কেটে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেন। লকডাউনে সবচেয়ে মানবতার পরিচয় দেয় এই সংগঠনটি।

আলমডাঙ্গা পৌরসভাসহ উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের কর্মহীন হয়ে পড়া অন্তত ১০ হাজার পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। একইভাবে করোনাভাইরাস থেকে বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষের মাঝে বিতরণ করেন মাস্ক। এই কার্যক্রম চলছে এখনও।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, সোনাহারকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিকে কেন্দ্রেও পাঠানো হয়েছে। করোনার কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত থাকায় উপজেলা যুবলীগের সম্মেলন করা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, জেলা যে যুবলীগের কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছে সেটাই যুবলীগের আহবায়ক কমিটি। এখন কেউ যদি যুবলীগের নাম ভাঙিয়ে ফায়দা নিতে চাই তা অবৈধ। তিনি এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার বলেন, আমরা রাজনীতিতে সন্ত্রাস চাই না। সন্ত্রাসের বদনাম ঘোচাতে চাই। মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই। উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিতে চায়।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবু করোনা মুক্ত

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু কোভিড-১৯ থেকে মুক্ত হয়েছেন মর্মে ছাড়পত্র পেয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ডাক্তার আদিলা আজহার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র শনিবার দুপুরে হাতে পান আনারুল ইসলাম বাবু।

জানাগেছে, গত ৭/০৮/২০২০ ইং তারিখে গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুর করোনা পরিক্ষায় নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়।

৮ই আগস্ট পজেটিভ ফলাফল আসলে তাকে হোম আইসোলেশনে রাখে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। ১৪ দিন হোম আইসোলেশন শেষে শনিবার তাকে করোনা মুক্ত হয়েছেন মর্মে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। তবে আরো ৭ দিন তাকে হোম আইসোলেশন নিশ্চিত করতে হবে বলে নির্দেশনা দেন ডাক্তার আদিলা আজহার।

সৃস্টি কর্তার অশেষ কৃপা ও রহমত এবং পরিচিত জনদের দোয়াই করোনা থেকে মুক্ত হওয়ায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আনারুল ইসলাম বাবু।

করোনা আক্রান্ত হয়েও

অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন সাহিদুজ্জামান এমপি

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাংসদ মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান গত ১৩ আগষ্ট সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত লকডাউন স্টিকার ঝুলছে তার বাড়িতে। তিনি লকডাউন ভেঙ্গে গতকাল শুক্রবার ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ সভা করলেন অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত শুক্রবার রাত ৯টায় গাংনী পৌরশহরের থানা পাড়া সড়কে সংসদ সদস্যর ভাড়া বাসার সামনে ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে স্বশরিরে উপস্থিত থেকে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।

গত ১৩ আগস্ট সাহিদুজ্জামান এমপি পরিবারসহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সাহিদুজ্জামান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাংসদ। উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তাঁর স্ত্রী লাইলা আরজুমান, ছেলে সাদিউজ্জামান সাইফ, সামিউজ্জামান সামি করোনা পজেটিভ। পরিবারের সদস্য ছাড়াও তাঁর ব্যাক্তিগত গাড়িচালক শামীম পারভেজ, পিএস সবুজ আহমেদ, সহকারি রাশেদ রাইহান করোনায় আক্রান্ত হন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল ইসলাম বলেন, সাহিদুজ্জামান এমপি পরিবারসহ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। গাংনী পৌর শহরের বাসায় তিনি স্বপরিপারে হোম আইসোলেশনে রয়েছে। তিনি ও তারঁ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য সুস্থ্য রয়েছেন।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জেলা সিভিল সার্জন নাসির উদ্দিন বলেন, সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত রয়েছেন। তার বাসভাবন লকডাউন করা হয়েছে ১৪ দিনের জন্য। দায়িত্বশিল সাংসদ হয়ে তিনি লকডাউন না মানলে কি করার আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান সপরিবারে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পরে তার বাসা লকডাউন করা হয়েছে। লকডাউনের মাত্র ৯দিন অতিক্রম করেছে। দায়িত্বশিল ব্যাক্তিদের অবশ্যই সরকারি নির্দেশনা মানা উচিত।

তবে এ বিষয়ে সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

নতুন দল গড়বেন ভিপি নুর, স্লোগান ‘জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি নুরুল হক নুর রাজনৈতিক দল গড়বেন বলে জানিয়েছেন। দলের স্লোগান হবে ‘জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার’। এছাড়া এ দলের হয়ে তিনি ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার রাতে সাংবাদিকদের কে নুর এসব তথ্য জানান।

এ সময় তিনি বলেন, আমাদের নেতাকর্মীদের মধ্যে এটা (নির্বাচন) নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। সেখানে অনেকেই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

নির্বাচনে অংশ নিতে আপনার ইচ্ছে আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে নুরুল হক নুর বলেন, আমরা আন্দোলন করছি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। আমি মনে করি, জনগণ দীর্ঘদিন থেকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থার পরিত্রাণের জন্য নির্বাচনের দরকার এবং ভোট কেন্দ্র থেকেই প্রতিরোধ করতে হবে। জনগণকে যদি ভোট কেন্দ্রে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বিপ্লব বা প্রতিরোধ ঘটানো যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আমরা যদি নির্বাচনে অংশ নেই তাহলে লক্ষ্য একটাই হবে, জনগণের এই ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, ভোটকেন্দ্র থেকে জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এই ভাবনা থেকেই আমরা চিন্তা করছি যে ঢাকার দুটি আসন (ঢাকা-৫ ও ঢাকা-১৮) থেকে নির্বাচেন অংশ নেওয়া।

আপনি কোন আসন থেকে নির্বাচন করতে চান এমন প্রশ্নের জবাবে ভিপি নুর বলেন, যেহেতু এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, যদি অংশ নেই সেক্ষেত্রে – আমি উত্তরাতে দীর্ঘসময় থেকেছি। ওই অঞ্চলে আমার পরিচিতিও আছে, সেই দিক থেকে যদি নির্বাচনে অংশ নেই সেটা ঢাকা-১৮ থেকে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সাবেক

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ছিলেন ঢাকা-১৮ আসনের সাংসদ। তিনি জ্বর, অ্যালার্জিসহ বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৯ জুলাই রাতে থাইল্যান্ডের একটি হাসপাতালে মারা গেলে আসনটি শূন্য হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরে ২১ আগস্ট স্মরণে আওয়ামীলীগের আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের বাসভবনে এ আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবদুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস।
এ সময় তিনি বলেন ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্ট যে বিদেশি চক্র জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে ভোররাতে হত্যা করেছিল তাদের সহযোগীরা তারেক জিয়া, হারিশ চৌধুরী, লুৎফুজ্জামান বাব,◌ু আব্দুস সালাম পিন্টু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও তৎকালীন প্রাইমমিনিস্টার বেগম খালেদা জিয়ার মতেই বিদেশ থেকে আনা গ্রেনেড দিয়ে বিদেশি ট্রেনিং প্রাপ্ত জেহাদিদের ভাড়াকরে হামলা চালানো হয়। সে দিনের আওয়ামী লীগের সভাপতি আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মূল টার্গেট করে হামলা চালানো হয়েছিলো। আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে গেছেন। তিনি যখন বেঁচে আছেন, ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে ২১ আগস্ট হত্যাকাণ্ডেরও বিচার হবে ।
আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও

জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান শামীম আরা হীরা, জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেসুর রহমান খোকন প্রমুখ।

মেহেরপুরে ২১ আগস্ট স্মরণে তাঁতীলীগের দোয়া মাহফিল

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার ঘটনায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক পবীর শেখ।
সদস্য সচিব আঙ্গুর গাজী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক নুর ইসলাম সুবাদ, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী- যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দু, মেহেরপুর জেলা তাঁতীলীগের সদস্য সচিব মোঃ জুয়েল রানা।
এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মাহফুজুর রহমান, ফারুক হোসেন সাহেব, শাহিন, রায়হান, সাদ্দাম, বাপ্পি, খালেক, আসাদুল হক বির, আকাশ প্রমুখ।
আলোচনা সভায় গ্রেনেড হামলার তীব্র নিন্দা জানান বক্তারা। সেই সাথে জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তির দাবি জনান। পরে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।